

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

155153 - রোযা অবস্থায় মুখ পরিস্কারক ও সুগন্ধকিরক উপাদান ব্যবহার করার হুকুম

প্রশ্ন

আপনাদরে কাছে আশা করব যে এই প্রশ্নটির জবাব দিবেন: রোযা অবস্থায় আঙুলেরে সমপরমাণ এক টুকরো জীবানুনাশক কটন দিয়ে জহ্বা ও দাঁত মচোছা কি জায়যে হব? এ কটন রোযা অবস্থায় দুর্গন্ধ ও জীবানু দূর করতে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন ফলভোরেরে পাওয়া যায়; যমেন পুদনি পাতার ফলভোর...।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আপনি যে জনিসি ব্যবহারেরে কথা উল্লেখ করছেন সটো ব্যবহার করতে কোন আপত্তি নই; এই শর্তে যদি কোন কিছু গলার ভতেরে চলে না যায়। বরং মুখেরে ভতেরে কিছু থেকে গেলে মানুষ তা ফলে দবি কথিবা গড়গড়া কুলি করে ফলেবে।

শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান (হাফযিহুল্লাহ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

“ফার্মসেগুলিতে মুখেরে জন্য বশিষে পারফউম পাওয়া যায়। সটো এক ধরণেরে স্প্রেরে। রমযান মাসেরে দিনেরে বলোয় মুখেরে গন্ধ দূর করার জন্য এটি ব্যবহার করা জায়যে হব কি?

জবাবে তিনি বলেন: রোযা অবস্থায় মুখেরে স্প্রেরে বদলে মসিওয়াক ব্যবহার করাই যথেষ্ট; যা ব্যবহার করার প্রতিনিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করছেন। আর যদি কটে স্প্রেরে ব্যবহার করে এবং কোন কিছু গলার ভতেরে চলে না যায় তাহলে কোন অসুবিধা হব না। তবে রোযার কারণে মুখে যে গন্ধ হয় সটোকৈ অপছন্দ করা উচতি নয়। যহেতে তা ইবাদত পালনেরে আলামত ও আল্লাহর কাছে প্রিয়। হাদসি এসছে: “রোযাদারেরে মুখেরে গন্ধ আল্লাহর কাছে মসিকেরে ঘরণেরে চয়ে বশি প্রিয়।” [আল-মুনতাক্বা মনি ফাতাওয়াম শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান (৩/১২১)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।